বাংলাদেশে আসছে ১৫ সদস্যের চীনা মেডিকেল টিম

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সহায়তা করতে বাংলাদেশে আসছে ১৫ সদস্যের চীনা মেডিকেল টিম।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এক ভিডিও বার্তায় এ তথ্য জানান।

গত মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-কে টেলিফোনে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো- লিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে প্রযুক্তিবিদের একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর আহ্বান জানান। তিনি একটি মেডিকেল টিম পাঠানোর সম্ভাবনা নিয়েও সেদিন আলোচনা করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার চীনা দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা সংকটে বাংলাদেশকে সহায়তা দেওয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

চিঠিতে মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে চীনের পক্ষ থেকে টেস্ট কিট, মাস্ক, পিপিই ও থার্মোমিটার দেওয়ায় শেখ হাসিনা চীনের প্রেসিডেন্টের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চীনের জ্যাক মা ফাউন্ডেশন ও আলিবাবাকে করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা সামগ্রী দেওয়ায় ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী চিঠিতে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় চীনের সাফল্যের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ ও বিশ্বের সামনে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বিশ্বে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চীনা প্রেসিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

‘দেশের বাইরে আটকে পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হবে’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছেন, যখনই পরিস্থিতি তৈরি হবে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকা পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনবে। আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকে তিনি এ কথা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা আটকা পড়ে আছেন। খুব শিগগিররই তাদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। তবে, যারা পাশের দেশ ভারতে আটকা পড়েছেন তাদের এখনই ফেরত আনা সম্ভব না। কারণ সেখানে লকডাউন চলছে, ১৪ এপ্রিলের পরে সেখানে লকডাউন শেষ হবে।

এর আগে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছিল যে ২,৫০০ বাংলাদেশি নাগরিক বর্তমানে ভারতে আটকা পড়েছে।

সংকট মোকাবেলায় বিদেশী মিশনগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ কাজে তাদের যেকোনো ধরনের সাহায্য সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে।

আজ বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বৈঠক নিয়ে মোমেন বলেন, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাংলাদেশ মিশন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সহায়তা দেয়ার জন্য ঢাকার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশকে চিঠি পাঠাবে সরকার।

চিঠিগুলোতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। মোমেন বলেন, তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুর্ভোগ হ্রাস করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ ছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, কিছু দেশ আমাদের দেশে কোভিড-

১৯ এর মোকাবেলার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ও সরঞ্জামাদি পাঠিয়ে সহযোগিতা করতে চায় বৈঠকে সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এর আগে রবিবার অপর এক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মালদ্বীপের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের চার থেকে পাঁচটি দেশ জানিয়েছে পৃথিবীব্যাপী কোভিড-১৯ এর কারণে সেখানে অনেক বাংলাদেশী কর্মী বেকার হয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, এই দেশগুলো মূলত তাদের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানা। সূত্র- ইত্তেফাক

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা উন্নতির দিকে

তিন রাত আইসিইউতে থাকার পর করোনা আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন কিছুটা উন্নতির দিকে। ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, চিকিৎসকদের কথাবার্তা বুঝতে পারছেন জনসন।

কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত বলে নিশ্চিতের ১০ দিন পর, গেল রোববার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরদিন নেয়া হয় নিবিড় পর্যবেক্ষণে; অক্সিজেন দিয়ে করা হয় কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের। দু’দিনের চিকিৎসার পর সাড়া দিতে শুরু করেছেন তিনি।

তবে পুরোপুরি বিপদমুক্ত হননি বলে এখনও আইসিইউতেই আছেন ৫৫ বছর বয়সী এই প্রধানমন্ত্রী।

খালেদা জিয়ার হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ, পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে চলছে চিকিৎসা

শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তির পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্ধারিত ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ হয়েছে। তবে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না পর্যন্ত তিনি ‘হোম কোয়ারেইনটাইনেই’ থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে এখন সারা বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে। দেশেও এখন লকডাউনের মতো অবস্থা হয়ে গেছে-এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শতভাগ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। সেখানে তিনি নিরাপদে আছেন।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, যখন এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে তখনই পরবর্তী অবস্থার কথা আমরা চিন্তা করবো।

তিনি বলেন, ম্যাডাম যথেষ্ট অসুস্থ, এখনো তার শারীরিক অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। আমাদের দাবি ছিল দেশের বাইরে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দেয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটার অনুমতি নেই। আর করোনার কারণে দেশের এখন যে সার্বিক অবস্থা তাতে সব ডাক্তার ঠিতমতো সার্ভিস দিতে পারছেন না। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা যতটুকু পারছেন চিকিৎসা দিচ্ছেন।

একটা মূল বিষয় ছিল যে, তাকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া- আমাদের দাবিটা ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা বলেছেন যে, দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না।’

এদিকে বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় বেগম জিয়ার চিকিৎসা চলছে। তিনি লন্ডন থেকে চিকিৎসার সার্বিক বিষয় দেখাশোনা করছেন বলেও জানান ডা. জাহিদ।

গত ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ৬ মাস সাজা স্থগিত রেখে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় সরকার। ওইদিন বিকেল ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের থেকে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজায় অবস্থান করছেন।

বিডি প্রতিদিন

বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার

আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করার কাজ চলছে। আগামী ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে এটি প্রস্তুত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক।

বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটায় মহাখালীর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের মিলনায়তনে ‘করোনাভাইরাস সংক্রান্ত’ অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে নিজ বাস ভবন থেকে যুক্ত হয়ে তিনি এ তথ্য জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের সদিচ্ছার কারণেই তাদের কনভেনশন সিটিতে ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

এর আগে, করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ৫ হাজার শয্যার হাসপাতাল করার ঘোষণা দেয় দেশের বৃহত্তম এ শিল্পগোষ্ঠী। হাসপাতাল তৈরির কাজ চলমান।

উল্লেখ্য, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ জনে। আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১১২ জন। মোট আক্রান্ত ৩৩০জন।
বিডি-প্রতিদিন

ব্রিটেনে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ৮৮৭ জনের

বৃটেনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার এ সংখ্যা ছিল ৯৩৮ জন। যুক্তরাজ্যে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,৯৮৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ইংল্যান্ডে মারা গেছেন ৭৬৫ জন, স্কটল্যান্ডে ৮১ জন এবং ওয়েলসে ৪১ জন। এই তালিকায় নর্দান আয়ারল্যান্ডের মৃতের তালিকা যুক্ত হয়নি।

এদিকে, আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে যুক্তরাজ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৬ হাজার ৩১৪ জন মানুষের মৃত্যু হবে বলে মার্কিন গবেষকরা ধারণা করছেন।

মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের স্কুল অব মেডিসিনের ইনস্টিটিউট অব হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ডইভালুয়েশনের গবেষকরা এক গবেষণাপত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর সিএনএন।

তবে যুক্তেরাজ্যের বিজ্ঞানীরা এ ধরনের অনুমান নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

তারা বলছেন, মহামারি নিয়ন্ত্রণে এরই মধ্যে সরকারের নেয়া পদক্ষেপ প্রাণহানির হাত থেকে রক্ষা করবে দেশটিকে।

লন্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজের এক গবেষণা বলছে, লকডাউন ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো উদ্যোগের কারণে দেশটিতে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ হাজারের মতোই সীমাবদ্ধ থাকবে।

হাসপাতালের থাকা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চ্যান্সলার রাশি সুনাক।

বিডি প্রতিদিন

কাজ না করলেও শতভাগ বেতন পাবেন সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশি শ্রমিকরা

সিঙ্গাপুরে ‘সার্কিটব্রেকার কর্মসূচি’র আওতায় সিঙ্গাপুরে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতনসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে। তাছাড়া সকল শ্রমিককে বিনা মূল্যে খাবার ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ।

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষনান বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ফোনে আলাপকালে এসব কথা বলেন। সূত্র- যুগান্তর

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সিঙ্গাপুরে ১৪৮১ জন করোয়ায় আক্রান্তের মধ্যে ২৪৪ জন বাংলাদেশি। আরও বেশকিছু সংখ্যক বাংলাদেশিকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তাদের চিকিৎসাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সিঙ্গাপুর।

এসময় আরো জানানো হয়, সিঙ্গাপুরে প্রথম আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই এখন সুস্থ। গুরুতর অসুস্থ একজনের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

স্মরণকালের ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্ক শহরে

নিউইয়র্ক শহরে করোনাভাইরাসে বিপজ্জনক হারে আক্রান্ত হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা এবং এশিয়ানরা।তিনদিনে নিউইয়র্ক শহরে মৃতের সংখ্যা ২,৭৭০ জন।

এই মুহুর্তে নিউইয়র্ক সময় সকাল ৯টা আমেরিকায় রোগীর সংখ্যা ৪৩৪,৮৩৪ জন। মারা গেছেন ১৪,৭৯২ জন। নিউইয়র্কে আক্রান্ত ১,৫১,৯৬৫ জন।মারা গেছেন ৬,৮৮৯ জন। আমেরিকায় আজ নিউইয়র্ক শহরে এ যাবত

বাংলাদেশি মৃতের সংখ্যা ৯৮ জন এ দাঁড়ালো।আগামী দু, সপ্তাহে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা ভয়াবহ হারে বাড়তে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন।

বেশ কয়েকটি রাজ্য এবং বড় শহর প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করোনাভাইরাস কালো মানুষকে সংক্রামক ও উচ্চ হারে সংক্রামিত করছে এবং মারা যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য গবেষকরা যা বলেছিলেন তা , স্বাস্থ্য এবং পরিচর্যার জোর বৈষম্যকে তুলে ধরে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাতি এবং করোনাভাইরাস সম্পর্কিত তথ্যগুলি খুব দ্রুত সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ নয়, গণিতিক হারে আক্রান্ত ও মৃতের হার বেড়েই চলছে৷ সূচকগুলি যথেষ্ট উদ্বেগজনক যে নীতিনির্ধারকরা বলছেন যে তাদের কালো সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মকতা রোধে অবিলম্বে কাজ করতে হবে।

মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, করোনা ও আমাদের করনীয়

‘আস্ সালামু আলাইকুম’ ভাইজান কেমন আছেন?আফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে কে যেন পিছন থেকে সালাম দিলেন।ঘাড় বাঁকা করে পিছনে তাকাতেই দেখলাম এক দ্বীনি ভাই। উত্তর দিলাম ‘ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম’। কেমন আছেন? তাতো ভাল, কিন্তু মুখে ঐটা কি লাগিয়েছেন।কেন জানেন না…?আমার উত্তর দেওয়া শেষ না হতেই তিনি বলে উঠলেন, বুঝেছি বুঝেছি ভয়পেয়েছেন তো। এত দিন যে তাবলীগ করলেন……কিন্তু? কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।তিনি পুরা কথাটা না বললেও আমি বুঝে গেলাম তিনি কি বলতে চাচ্ছিলেন। কথাটা মোটামুটি এরকম ‘এত দিন যে তাবলীগ করলেন কিন্তু এখনোদ্বীলের ইয়াকিন ঠিক হলোনা? আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন, তাওয়াক্কুল করুন’। কথাটা যদিও আনেকটা এ্যাটম বোমার মতই তারপরও আমি নিজেকে সামলে নিলাম। তাকে মুহাব্বাতের সাথে বুঝানোর চেষ্টা করলাম। মুহাব্বতের সাথে বললাম,ভাই বুঝতে পেরেছি আপনি কী বলতে চাচ্ছেন।আচ্ছা একটু বোঝার চেষ্টা করুন,

গ্রীষ্মেসূর্য যখন প্রখর হয় তখন কি আমরা ছাতা ব্যবহার করি না? উত্তর আসলো, তাতো করি। বর্ষায় যখন বৃষ্টি নামে তখন কি আমরা ছাতা ব্যবহার করি না?তাতো করি। আকাশে যখন কালো মেঘ জমে আর বাতাস বইতে থাকে তখন কি আমরা নিরাপদ স্থানে চলে যেই না?তাতো যাই। তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের মুখে মাস্কআর হাতে গ্লাভসব্যবহার করতে বাঁধা কোথায়?

প্রিয় পাঠক আসুন এখন আমরা জেনে নিই তাওয়াক্কুল কাকে বলে? তাওয়াক্কুল আরবী শব্দ এর অর্থ হলো, ভরসা করা, নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্থ হলো, আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা করা। অর্থাৎ, দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজে, সকল মকসুদ হাসিল করার জন্য এবং সকল বিপদ-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা রাখা।
পবিত্র কুরআনে কারীমায় মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘আর আল্লাহর উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ (সূরা মায়েদাহ, ২৩)
মানুষকে দুনিয়ার জীবনে কোননা কোন কাজে কাউকে না কাউকে ভরসা তো করতেই হয়। কোথাও না কোথাও তাকে আত্মসমর্পন করতেই হয়। দুঃখ-বেদনা, সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যা-সংকটের কথা কোথাও না কোথাও বলতেই হয়। সেই স্থানটা কোথায়? এখানেই ঈমানদার ও অবিশ্বাসীর মধ্য পাথ্যর্ক্য। অবিশ্বাসী সেই স্থান এমন ব্যক্তি বা বস্ত্তকে বানিয়ে নেয় বাস্তবে যাদের কল্যাণ-অকল্যাণের কোনোই ক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ যাদেরকে ঈমান দান করেছেন, তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেছেন তারা তাদের সকল বেদনা, সকল প্রার্থনা এমন একজনের কাছে পেশ করে যিনি বাস্তবেই মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। আর যিনি সৃষ্টির প্রতি পরম দয়ালু।

লক্ষ্য করুন, হিজরতের সময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুসাওর গুহায় অবস্থান নিয়েছিলেন। তাদের খোঁজ করতে করতে সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিল মক্কার মুশরিকরা। গুহার ভিতর থেকে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন।হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! তাদের কেউ যদি এখন নিজের পায়ের দিকে তাকায় তাহলে তো আমাদের দেখে ফেলবে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে আবু বকর! আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’।(সূরা তওবাহ, ৪০)

শত্রু গুহার মুখে চলে এসেছে, বাহ্যত বাঁচার কোন পথ নেই, ধরা পড়তেই হবে। এই অবস্থায়ও রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএতমিনান দ্বীলে তার মাহবুবেব প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে বলেছেন নিশ্চয় আমার মাহবুবই আমাদের রক্ষা করবেন। কেউই আমাদের কোন আনিষ্ঠ করতে পারবে না।
মূসা আলাইহিসসাল্লাম ও তার কওম যখন লোহীত সাগরের পাড়ে এসে দাড়াঁল আর পিছনে ছিল ফেরাউনের বাহিনী তখন মূসা আলাইহিসসাল্লামের সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, হে মুসা আমরাতো ধরা খেয়ে গেলাম। মুসা আলাইহিসসাল্লাম মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার আল্লাহ রয়েছেন।’(সূরা শু‘আরা, ৬১-৬৩)

বাহ্যিকভাবে তাঁদের বাঁচার কোন পথ ছিল না। কারণ ডানে-বামে পিছনে শত্রুদল। আর সামনে সাগর। এরপরেও মূসা আলাইহিসসাল্লাম আল্লাহর উপর দৃঢ় ভরসা রেখে বলছেন, কখনো নয়, অসম্ভব হতেই পারে না। ফেরাউন আমাকে ধরতে পারবে না। কারণ নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি আমাকে বাঁচার পথ দেখাবেন।
তাওয়াক্কুল হচ্ছে ভরসা করা, জীবনের সকল বিষয়ে, কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রেও আবার অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাবার ক্ষেত্রেও। আর তা এমন সত্ত্বার উপর যিনি সকল বস্ত্তর স্রষ্টা। বস্ত্তর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা। যিনি গোটা জাহানের পালনকর্তা এবং যিনি দুনিয়া-আখিরাতের সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। আল্লাহ তা’য়ালা যদিও উপায়-উপকরণ তৈরী করে রেখেছেন কিন্তু মৌলিক ভাবে তার কোন শক্তি নেই। এই উপকরণের মধ্যে শক্তি দান কারী সত্বা আল্লাহ তা’য়ালার সত্বা। একেই তাওয়াক্কুল বলে।

ভাই আব্দুল ওহহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহিরকথা থেকে বিষয়টি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হবে। তিনি মাখলুক বা উপায়-উপকরণকে নফি করেছেন এভাবে,
১) ইয়ে মাখলুখ হেয়, ইয়ে খোদ নেহি বনা, আল্লাহ তা’য়ালানে আপনা কুদরতছে ইচকো বানায়া।
অর্থাৎ, এটি মাখলুক, এটি নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি, একে আল্লাহ তা’য়ালা নিজ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
২) ইচকো আন্দারজো ছিফাত হেয় ইয়ে ইচকো আপনা নেহি হায়, আল্লাহ তা’য়ালানে আপনা কুদরতছে ইচকো আন্দার রাখখা।
অর্থাৎ, এর মধ্যে যে গুন আছে তা তার নিজের নয়, এই গুন আল্লাহ তা’য়ালার দেওয়া।

□) □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□, □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□, □□□□□□ □□ □□□□-□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□, □□□ □□□□□□ □□'□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□, □□ □□□ □□□□□□ □□'□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□) □□□ □□□□□□□□□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□-□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□, □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□'□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□'□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□'□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□(□□□□□ □□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□; □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ ‘□□□□□□□□□’ (تواكـــل) □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□

বর্ণিত আছে হযরত উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন একদল ইয়েমেনবাসীর সাক্ষাত পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কারা? তারা বললো, ‘আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী।’
উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আসলে তোমরা তাওয়াক্কুলের বাহানা করছো! প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারীতো সে যে জমীনে বীজ বপন করেছে তারপর আল্লাহর উপর নির্ভর করেছে।’
অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের অর্থ এটা নয় যে আপনি বীজ না বুনেই ফলের আশা করবেন, কিংবা স্ত্রী গ্রহণ না করেই আল্লাহর কাছে একটা ফুটফুটে সন্তানের জন্য কান্নাকাটি করবেন। আপনি আপনার সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু সম্পাদন করুন, অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। এরই নাম হচ্ছে তাওয়াক্কুল ।

এক সাহাবী একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি আমার উট গুলো চরাতে চাই। নামাজের সময় ওই উটগুলো বেঁধে রাখব না ছেড়ে রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো?রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, ‘প্রথমে তার গোছা রশি দিয়ে বাঁধ তার পর তাওয়াক্কুল করো।’(তিরমিযী)
যারা প্রচেষ্টা ছাড়াই কিছু লাভ করতে চায় তাদেরকে কখনই আল্লাহর উপর ভরসাকারী বলা যায় না।
বরং তাওয়াক্কুলের দু’টি দিক রয়েছে। এক. আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভরতা। দুই. তাঁর সাথে কাজের উপকরণ অবলম্বন করা।
আসলে লক্ষণীয় যা তা হ’ল- শুধুই উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর না করা। বান্দাকে জানতে ও বুঝতে হবে যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধান কেবল জাগতিক নিয়ম মাত্র। উপকারকারী ও অপকারকারী কেবলই আল্লাহ সুবহানাহু তা’য়ালা।
রসূলেকরীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে আল্লাহ পাকের উপর অধিক তাওয়াক্কুলকারী আর কে হতে পারেন? তিনিই তো সবচেয়ে বড় ভরসাকারী।
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনা থেকে তাওয়াক্কুলের শিক্ষাটি চমৎকারভাবে বোঝা যায়। তিনি যে আল্লাহর সাহায্য পাবেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তাই বলে তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। হঠাৎ করেই একদিন ‘আল্লাহর নামে বের হলাম’ বলে বেরিয়ে যান নি। যথারীতি তিনি যাত্রার জন্য ঘোড়া ঠিক করে রেখেছিলেন। সঙ্গী কে হবে তাও স্থির করেছিলেন। হিজরতের সময় তিনি একজন পথপ্রদর্শক(গাইড) সাথে নিয়েছিলেন, যে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর যাত্রাপথে কোন পদচিহ্ন যাতে না থাকে তিনি সে ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। তিনি যাত্রার জন্য এমন সময় বেছে

থাকেন, তাহলে যাওয়া না যাওয়া দু-ই তো সমান।
হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরে বললেন, ‘যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ কথাটা বলত, তাহলে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপনি জেনে বুঝে কথাটা বললেন।’
তারপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে আল্লাহর তাকদীরের দিকে পালায়ন করছি।’ (বুখারী, মুসলিম)
ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়ের আর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, একজন কুষ্ঠরোগী মহিলা যে বাইতুল্লার তওয়াফ করছিল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাকে দেখে ফেললেন। তিনি মহিলাটিকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী, লোকদরেকে কষ্ট দিও না, তুমি যদি নিজের ঘরে বসে থাক তবে ভাল হয়। উক্ত মহিলা হারাম শরীফে আসা বন্ধ করে দিল এবং নিজ ঘরে বসে থাকল। (হায়াতুস সাহাবাহ)
এই দুটি ঘটনা হতেই বোঝাযায়, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝাতে চেয়েছেন, সবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং এটি তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কারণ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন, তোমরা সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কর। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানে সবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে উপায়-উপকরণ হিসেবে গ্রহন করেছেন।
মানুষের স্বভাবের ভিতরে একটি বিপরীত মুখি জযবাবা ঝোক রয়েছে। যদি বলা হয় ওটি স্পর্শকরবেনা তাহলে সেটি স্পর্শ করারপ্রতিআগ্রহ বেড়ে যায়। যদি বলা হয় ওটি ধরবে না তাহলে সেটি ধরার জন্য ছটফট করতে থাকে। আর যদি বলা হয় ওখানে যেওনা তাহলে ওখানে যাওয়ার প্রতি তার ঝোক প্রবণতা বেড়ে যায়।
মহামারীর একটা পর্যায়ে আমাদের অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম জন সমাবেশকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু আমরা সেই শুরু থেকেই বীরত্ব প্রকাশ করে এসেছি যে, জীবন দিয়ে দেব, শহীদ হয়ে যাব, তবুও সমাবেশ ছাড়বনা।

খুব ভাল ভাবে মনে রাখতে হবে, সবক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করার নাম দ্বীন নয়।
সায়েখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম অসাধারন একটি উদাহরণ এনেছেন, তিনি বলেন, এক বুযুর্গ, রোগাগ্রস্ত অন্য এক বুযুর্গকে দেখতে গেলেন। দেখলেন, রোগী খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। কিন্তু উহ্ আহ্ করে কষ্ট প্রকাশ না করে আল্লাহ আল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অযিফা জপ করছেন। আগুন্তুক বুযুর্গ

বললেন, ভাই আপনার এই আলহামদুলিল্লাহ বলা খুবই প্রশংসনীয় বিষয়। কিন্তু এটি তো আল্লাহর কাছে দু’আ করার ক্ষেত্র যে, হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থতা দান করুন।
আপনি তো এই অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ জপে আল্লাহর সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করছেন । ব্যাপারটা এরকম যে, আল্লাহ দেখুন আপনি অসুখ দিয়েছেন কিন্তু আমি কত বীর যে, আমার মুখ থেকে একটি বারের জন্য আহ উচ্চারিত হচ্ছে না। তো আল্লাহর সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করা কোন বন্দেগী নয়। আল্লাহর সামনে নিজের অসহায়ত্ব প্রদর্শনের নাম বন্দেগী। তিনি যখন চাচ্ছেন যে, বান্দা! তুমি একটু উহ্ আহ্ করে আমাকে ডাক, তখন অক্ষাম ও অসহায় হয়ে আল্লাহকে ডাক। কীভাবে ডাকবে? যেমন ডেকেছিলেন হযরত আইউব আলাইহিসসাল্লাম, ‘কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে। আপনি তো পরম দয়ালু।’
নবীদের থেকে বেশি বীর-বাহাদুর কে হবে? এত বড় রোগ! এত অসহনীয় কষ্ট! কিন্তু আল্লাহকে ডাকছেন,‘হে আল্লাহ! আমি কষ্ট পাচ্ছি। আপনি তো পরম দয়ালু।’ (সুরা আম্বিয়া, ৮৩)
এজন্য একেবারে দঃখ বা কষ্ট প্রকাশ না করা কামালাত বা যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। কারণ এটা কোন সুন্নত পদ্ধতি নয়। আল্লাহ যখন চাচ্ছেন, বান্দা তুমি একটু উহ্ আহ্ করো, তখন উহ্ আহ্ করো। আল্লাহর সামনে এত পারঙ্গমতাপ্রদর্শন করা ভালো নয়। এটিও বন্দেগী তথা দাসত্বের পরিপন্থী। (ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী)
মনে করুন, আপনি যে সমাবেশে যাচ্ছেন সে রাস্তার মাঝখানে একটি বাঘ বসে আছে অথবা বিরাট অকৃতির একটি অজগর সাপ রয়েছে। তাহলে আপনি কি বলতেন, আমি শহীদ হয়ে যাব তার পরও ওখানে যাব? আসলে ঘটনা হচ্ছে করোনা ভাইরাস চোঁখে দেখা যায় না বলেই মনের ভিতরে এরকম জযবা তৈরী হয়েছে। মনে রাখবেন জযবা দিয়ে দ্বীন হয় না। নিজের মনোবাসনা পূরণকরার নাম দ্বীন নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার নাম দ্বীন।

একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসল্লাম আদেশ দিলেন, যখন বৃষ্টি হয় এবং ময়লা কাঁদা এত বেশি হয় যে, চলতে ফিরতে মানুষের খুব বেশি কষ্ট হয়, পা পিছলে যাওয়া আশষ্কা হয়, ময়লা-কাদায় পোশাক নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, এমতবস্থায় শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে যে, মানুষ মসজিদের স্থলে ঘরে নামায পড়বে । (বুখারী)
অবশ্য বর্তমানে আমরা শহরে বসবাস করি, যেখানে রাস্তাঘাট পাকা। তাই এখানে বৃষ্টিতে এমন দুরাবস্থার সৃষ্টি হয় না। এমন ময়লা-কাদা হয় না, যাতে চলাচল দুষ্কর হয়। কিন্তু যেখানে রাস্তা-ঘাট কাঁচা, সেখানে আজও এই বিধান প্রযোজ্য। এমতাবস্থায় জামাত মাফ হয়ে যায়

পর্যন্ত পারছেন না। তাহলে এ মুহূর্তে জামাতে শরীক হওয়ার চেয়েও মাতা-পিতার খেদমত করার গুরুত্ব অধিক। এ মুহূর্তে আল্লাহ তোমার কাছ থেকে এটাই চান। তাই এ মুহূর্তে তোমর কর্তব্য হবে ঘরে একাকী নামায সেরে নেয়া এবং মাতা-পিতার খেদমতে পরিরপূর্ণভাবে আত্ননিয়োগকরা। এ মুহূর্তে যদি মাতা-পিতার খেদমত না করে তুমি চলে যাও মসজিদে জামাতে শরীক হতে, তাহলে এটার নাম দ্বীন নয় বরং এটা হবে নিজের কামনাকে অগ্রাধিকার দেয়া ।

অবশ্য শরীয়তের এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মসজিদ হবে দূরবর্তী অবস্থানে । যদি মসজিদ নিকটেই হয়, সেখানে গেলে মা-বাবার খেদমতে অসুবিধা হবে না, তখন মসজিদে যাওয়াই শ্রেয়।
হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে একটি উপমা পেশ করেছেন। তাহল যেমন জনমানবহীন কোন এক প্রান্তরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই থাকে । ইত্যবকাশে নামাযের সময় হয়ে গেল। তাদের অবস্থান থেকে মসজিদ অনেক দূরে । স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, নামাযের সময় হয়ে গেছে, আমি মসজিদে যাব নামায পড়ব। স্ত্রী এটা শুনে ভয় পেয়ে গেল, বলল, তুমি আমাকে একা রেখে কোথায় যাবে? এখানে তো কেউ নেই। তুমি এভাবে চলে গেলে ভয়ে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। তুমি যাবে না। স্বামী উত্তর দিল, জামাতের প্রথম কাতারে শরীক হওয়ার ফযীলত অনেক। আমাকে যেতেই হবে, এ ফযীলত অর্জন করতেই হবে। যা হবার তা হবে, আমি যাবই।

হযরত মসীহুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এর নাম দ্বীন নয়। এটা দ্বীনের কাজও নয়। এটা হবে প্রথম কাতারে নামায আদায় করার আশা পূর্ণ করা। কারণ এ মুহূর্তে দ্বীনের দাবি ছিল, স্ত্রীকে একা ছেড়ে না যাওয়া এবং মসজিদের পরিবর্তে ঘরে একাকি নামাজ পড়ে নেয়া। দ্বীনের এই দাবি যেহেতু উপেক্ষিত হল, তাই এটা দ্বীন হবে না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হবে না।

অনুরুপভাবে বাড়িতে যদি মাতা-পিতা অসুস্থ থাকেন, বিবি-বাচ্চা পীড়িত থাকে, যখন তাদের জন্য প্রয়োজন আপনার খেদমত। অথচ আপনার মনে সৃষ্টি হল তাবলীগে যাওয়ার সাধ। তাই আপনি বলে দিলেন, আমি তাবলীগে গেলাম। তাহলে এটা দ্বীন হল না। হাঁ, তাবলীগে যাওয়া অবশ্যই দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এ মুহূর্তের দাবি আপনার তাবলীগ নয়, বরং এ মুহূর্তের দাবী হল খেদমত। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমও এখন এটাই। তাই আপনাকে অবস্থার আলোকে ব্যবস্থা নিতে হবে, তাহলেই হবে দ্বীন। তাহলেই হবে

ইতাআত। নিজের মনোবাসনা পূরণকরার নাম তো দ্বীন নয়।

খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, নিজের চাহিদা ও নিজের প্রবৃত্তির তাড়না পূরণের নাম দ্বীন নয়। দ্বীন হল আল্লাহ পাকের আনুগত্যের নাম। তা আমার বুঝে আসুক আর না আসুক। (ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী) এখন মনে করুন আমি করোনা ভাইরাস বহন করছি এমতাবস্থায় আমি সমাবেশে যোগ দিলাম, আমার পাশে যে ভাইটি ছিল সে আমার নিকট হতে বহন করে তার বাড়িতে নিয়ে গেলো, তার কাছ থেকে তার পরিবারের লোকজন গ্রহন করল। আবার উল্টাটাও হতে পারে, যেমন আমি কোন সমাবেশে গেলাম সেখানে আমার কোন ভাই এই ভাইরাসটি বহন করছিল, তার কাছ থেকে আমি পেয়ে গেলাম, এবার আমি বাসায় আসলাম এবং আমার নিকট হতে আমার বৃদ্ধ মা-বাবা সন্তান-স্ত্রী সহ সকলকে দিয়ে দিলাম। এখন সকলের অসুস্থ হওয়া শুরু হল এবং কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল তাহলে এটা কি হঠকারিতা নয়। লক্ষ করুন, আমার মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তির তাড়না পূরণ করতে গিয়ে কতগুলো মানুষকে ক্ষতির সম্মুখীন করলাম। মনে রাখবেন ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যেখানে গোড়ামীর কোন স্থান নেই।মহান আল্লাহ তা’য়ালা কোন ব্যক্তির উপর এমন কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যের বাইরে।(সূরা বাকারা,২৮৬)

প্রিয় পাঠক, তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে আর একটু কথা বাকী রয়েছে। সেটা এখন বলে নিই। একটি বিষয়ে আমাদের অনেকের মনেই খটকা রয়েছে যে, কোন কোন বুজুর্গ তাওয়াক্কুলের তরিকা এই নির্বাচন করেছেন যে, তারা জীবন যাপনের জন্য কোন কাজই করেননি। যার কারনে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে। কখনো কখনো মহান আল্লাহ তা’য়ালা তাদের দানও করেছেন। স্বয়ং রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কোন কোন সাহাবীরও এরকম অবস্থা ছিল। যেমন তারা রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ইলম অর্জন করার জন্য আসহাবে সুফফায় এসে পড়ে থাকতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহ তা’য়ালা ও রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাশুনা এবং তা থেকে শিক্ষা অর্জন করা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের জীবন উপকরেণর কোন পন্থা ছিল না। তারা সুফফায় এজন্য এসে ছিল যে, মহান আল্লাহ তা’য়ালা যদি কিছু দেন খাব অন্যথায় ধৈয্য ধারণ করব। এক হাদীসে আছে, ‘রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে দুই ভাই ছিল। এক ভাই জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত আর অন্য ভাই জীবিকা অর্জনে কাজ করত না, তবে সে শিক্ষা অর্জনের জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসা যাওয়া করত। কিন্তু এটা জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত ভাইয়ের পছন্দ হতো না। তার কথা ছিল,

আমি একা কেন উপার্জন করব। এ কারণে সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ দিয়েছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযোগকারীকে বললেন, ‘তার ব্যাপারে আপত্তি করবে না। হতে পারে আল্লাহ তা’য়ালা তার করনেই তোমাদের রিযিক প্রদান (তিরমিযী)

সায়েখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন,রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন তাওক্কুলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। এভাবে এই ধারাবাহিকতা আউলিয়ায়ে কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত ছিল।
তবে মনে রাখতে হবে যে আসবার দ্বারা স্বভাবতই ফল উৎকলিত হয়ে যায়। যেমন, মানুষের ক্ষুধা লাগলে খানা ক্ষুধা নিবারণ করে এমন আসবাব বর্জন করা হারাম। অর্থাৎ যদি কারো সামনে খানা উপস্থিত হয় এবং সে বলে আমি আল্লাহর উপর তাওক্কুল করেছি তিনি আমার ক্ষুধা মিটিয়ে দেবেন। এই বলে সে খানা খায় না। তাহলে মনে রাখুন, যদি সে এমন অবস্থায মৃত্যুবরণ করে তাহলে হারাম মৃত্যু হবে তার। কেননা সবব অর্থাৎ খানা খাওয়াকে গ্রহন করা ফরজ এবং ওয়াজিব।

আসবাবের দ্বিতীয় প্রকার এমন-আসবাব যার মাধ্যমে কখনো ফল লাভ হয় আবার কখনো হয় না। যেমন ঔষধ, তা কখনো উপকার দেয় আবার কখনো উপকার দেয় না। তার হুকুম হল, আমাদের মত দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য এমন আসবাবও বর্জন করা জায়েয নেই। এই আসবাবকে গ্রহন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ। কিন্তু যাদেরকে মহান আল্লাহ তা’য়ালাতাঁর সত্ত্বার সাথে বিশেষ সম্পের্কের তাওফীক দান করেছেন তাদের জন্য এ জাতীয় আসবাব বর্জন করাও জায়েজ। তবে শর্ত হল, মহান আল্লাহ তা’য়ালার কাছে কোন অবস্থাতেই যেন অভিযোগ না হয়। মহান আল্লাহ তা’য়ালার উপর দৃঢ় ঈমানদার লোক অনেক সময় এ প্রকারের আসবাব বর্জন করেন। যদি খানা উপস্থিত হয় খানা খান কিন্তু কামাই রুজি অর্জনের ক্ষেত্রে তাওক্কুল করেন। স্বয়ং রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম এবং অনেক বুজুর্গানে দ্বীন এমনটি করেছেন। যদি কারো মধ্য সহনশক্তি থাকে তাহলে এমন করাও জায়েয। কিন্তু এটা আমাদের মত দুর্বলদের জন্য নয়। কারণ আমাদের মধ্যে শক্তি নেই। যদি কেউ তাদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে মারা যাবে। এজন্য এ ব্যপারে অনুস্মরণ করা যথার্থ নয়।(ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী)

মোট কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বেশী বেশী নফল নামাজ, দোওয়া ও এস্তেগফারের মধ্যে লিপ্ত থাকব এবং দ্বীলে দ্বীলে খুব ভয় করতে থাকব এবং মহান আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা করে সর্বোচ্চ সতর্কতা

অবলম্বন করব এবং এজন্য যে ধরনের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার দরকার তা করব।এসময়ে দ্বীলে একথা স্মরন রাখতে হবে যে, করোনা এবং করোনা হতে প্রতিরক্ষার জন্য আমরা যে সমস্ত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছি এদের কারো কোন ক্ষমতা বা শক্তি নেই সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তির মালিক এক মাত্র আল্লাহ। আমি যদি সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যেও অবস্থান করি আর আল্লাহ যদি চান তাহলে ঐ সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যেও করোনা আমার নিকট পৌঁছে যাবে।

আল্লাহ! তিনি সকল বস্ত্তর উপর ক্ষমতাশীল। তাঁর ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেখানে কোন প্রকার ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতার লেশমাত্র নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেছেন এবং যা ইচ্ছা তাই করবেন। বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্ট। যে বস্ত্তকে তিনি যে আকারে সৃষ্টি করেছেন তাই তার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি তাঁদের সমস্ত জ্ঞান একত্র করে এবং সমবেতভাবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপ উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেন অথবা তাতে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, যে কৌশলে তিনি তা সৃষ্টি করেছেন কোন অবস্থাতেই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপ উদ্ভাবন করতে পারবে না। (কিমিয়ায়ে সা’দাত)

এজন্য হে মুমীনেরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন কর, ঘরে থাক অর্থাৎ নূহ্ আলাইহিসসাল্লামের কিস্তিতে উঠে পড়,বীরত্বপ্রদর্শন করো না, আর মহান মালিকের কুদরতি খেয়ালের মধ্যে যা আছে তাকে তা করতে দাও। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।
মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সঠিক কথার উপর আমল করারর তৌফিক দান করুন। (আমিন)

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা
ইমেইল: belayetfiqcbd@gmail.com

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে বসছে পিসি আর ল্যাব

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালু হতে যাচ্ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অথবা সন্দেহ ভাজন রোগীদের শনাক্ত করার পলিমার্স চেইনরি একশান (পিসিআর) ল্যাব।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ভবনে এই ল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে। এই ল্যাব চালু হলে আইইডিসিআর ও বিভাগীয় শহর গুলোর পাশাপাশি এটা হবে দেশের ১১ তম পিসি আর ল্যাব।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ঠ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক তাপস কুমার সরকার বলেন, ল্যাবের কাজ কালকের মধ্যেই শেষ হবে।

এরপর আইইডিসিআর থেকে কিছু সরঞ্জাম আসলে সেগুলো বসিয়ে এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষন সম্পন্ন করে আগামী ১০ দিনের মধ্যেই কুষ্টিয়াতে করোনা টেষ্ট সম্ভব হবে।